দুর্গাপূজা

সাত্যকি চক্রবর্তী

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন উৎসবের। প্রাত্যহিক জীবনে ক্লান্তি, অবসাদ, দুঃখ ও মানসিক চাপ যখন মানব মনকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখন স্বস্তির খোঁজ করতে থাকে আর তখনই মেঘ না চাইতে জলের মত উৎসব এসে হাজির হয় মানবমনের দুয়ারে।

মনসতত্ত্বের বিচারে উৎসব কথাটি শুনলেই মানুষের মস্তিষ্কে Dopamine নামক একটি নিউরো ট্রান্সমিটিং হরমোন প্রবল পরিমাণে ক্ষরণ হতে থাকে যা মনকে করে তোলে অত্যধিক আনন্দিত ও চঞ্চল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবেও উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম, উৎসব দেশীয় অর্থনীতিতেও প্রবল প্রভাব ফেলে 'সিজিনাল এমপ্লয়মেন্ট' -এর মাধ্যমে।

'উৎসব' শব্দটির উচ্চারণের দ্বারা বাঙালির মনে-প্রানে প্রথম যে শব্দটি মাথায় আসে তা হলো 'দুর্গাপূজা'। বাঙালি পাঁচদিনের এই উৎসবকে ঠাঁই দিয়েছে একেবারে মনের অন্তঃস্থলে। ফলস্বরূপ পুজো উৎসবে পরিণত হয়েছে। আসলে বাঙালি উৎসব পরায়ন আর সেই কারনেই পাঁচদিনের পুজোকে উৎসবে রূপান্তরিত করেছে।

পুজো মানেই প্রেম, আড্ডা, বেড়ানো। পুজো মানেই অনেক স্মৃতি যা চিরন্তন থেকে যায় আমাদের মননে।
'দুর্গাপূজা' শুধু পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষেই সীমিত নয় পৃথিবীর বহু প্রান্তে রয়েছে তাঁর বিস্তৃতি। এটি শুধুমাত্র একটি মাত্র দেশ-ধর্ম-জাতির গণ্ডিতে আর আবদ্ধ নেই; বাঙালি তথা অবাঙালি সকলেই এই পুজোকে সার্বজনীনরূপে রূপায়িত করেছে।

আনন্দ ও চঞ্চলতার পাশাপাশি আমাদেরকে এই উৎসবের অন্তর্নিহিত দর্শনকে নিজের মনে আত্মস্থ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পুজোর এই কতগুলো প্রাণ চঞ্চল হয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে সকল বাধাকে অতিক্রম করে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে এবং এভাবেই যেন জীবনের প্রত্যেকটি দিনকে আমরা অতিবাহিত করতে পারি এই বোধ অন্তঃস্থ তৈরি করতে হবে।